বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

# নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ জুলাই, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৭ জুলাই, ২০২৫, সোমবার, ২২ আষাঢ়, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 27, Monday, 7 July 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬, মূল্য ২ টাকা

# ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে জেলা জুড়ে নিবিড় প্রচার চলছে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জুলাই :** দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও কনফেডারেশন ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ধর্মঘটের সমর্থনে সর্বত্র প্রচার চলছে। সিআইটিইউ মেমারি ১ পশ্চিম সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে দেশব্যাপী আগামী ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে, এদিন মেমারী চকদিঘীমোড়ে প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কালু রায়, মনিষা চক্রবর্তী, পিন্টু ভট্টাচার্য ও মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক পীযূষ বিশ্বাস, সিআইটিইউ বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য, সনৎ ব্যানার্জী সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

ধর্মঘট এর সমর্থনে যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে গলসী-১ ব্লকের রামগোপালপুর বাজারে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিশ্বনাথ দাস, বুদবুদ গলসী জোনাল কমিটির সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী। ট্রেড ইউনিয়ন এর নেতা সিরাজুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক কমল সরকার।

মানকর রেলওয়ে স্টেশন মোড়, হাটতলা ও কলোনী মোড়ে আগামী ৯ জুলাই সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ১৩দফা কারণ তুলে ধরে সিপিআই(এম) গলসী-১নং এরিয়া কমিটির পক্ষে ধর্মঘট সফল করার সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সেখ সিরাজুল ও সমীর চ্যাটার্জী।

ধর্মঘট এর সমর্থনে যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে গলসী-১ ব্লকের পুরসা মাঝেরপুলে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন শ্যাম চাঁদ মাঝি, দেলোয়ার হোসেন মণ্ডল ও সিরাজুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন সেখ নাসির

—এরপর পাঁচের পাতায়

# শিবশঙ্কর সেবাসদনে চিকিৎসক দিবস পালিত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির উদ্যোগে ১ জুলাই জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়। এবছর প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাক্তার হরমোহন সিংহ এর প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দনিকেতন' সংস্থাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। আনন্দনিকেতন সংস্থার পক্ষ থেকে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন তাঁর সুপুত্র ডাঃ জয়ন্ত সিংহ। ধীরেন্দ্রনাথ সুর প্রয়াত ডাঃ হরমোহন সিংহ-কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মানপত্র পাঠ করেন। সভার সভাপতি ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল চিকিৎসক দিবসের

—এরপর পাঁচের পাতায়

# শহিদ স্মরণে রক্তদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা :** ১ জুলাই কালনার ৫২ জন শহিদ স্মরণে কালনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডিওয়াইএফআই-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কালনা চকবাজারে সিপিআই(এম) দপ্তরের নীচে অনুষ্ঠিত শিবিরে ৬৫ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক শুভাশিস মিত্র। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুকান্ত কোঙার, সুকুল শিকদার, জনা মুখার্জী, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ।

# ধর্মঘটের সমর্থনে লেখক-শিল্পীরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৬ জুলাই :** দেশের শ্রমজীবী অংশের মানুষ নজিরবিহীন আক্রমণের মুখোমুখি। ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে চারটি শ্রমকোড সংক্রান্ত বিল জবরদস্তি করে সংসদে পাশ করিয়েছে কেন্দ্র সরকার। শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিবাদ ও সংশোধন অগ্রাহ্য করেই এ বিল পাশ করানো হয়েছে। এই শ্রমকোড বাতিল সহ আরও কিছু ন্যায্য দাবিকে সামনে রেখে ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে—শ্রমিক সংগঠনগুলি। অন্যান্য সংগঠন সমর্থন জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা নীরব থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের 'সভ্যতার পিলসুজ' বলেছিলেন —'মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে'—তাঁদের উপর এই চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ৯ জুলাই ধর্মঘটের সমর্থনে এক বিবৃতি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখিক শিল্পী সংঘ, রাজ্য কমিটির সভাপতি পবিত্র সরকার ও সাধারণ সম্পাদক রজত বন্দ্যোপাধ্যায়।

# জেলা জুড়ে হুল দিবস পালন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জুন :** ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৭০ বছর পূর্তি দিবসে জেলা জুড়ে শ্রদ্ধার সাথে হুলদিবস পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের সারা ভারত কৃষকসভার উদ্যোগে জেলার সর্বত্র হুল দিবস পালন করা হয়। এদিন পূর্বস্থলীর গোয়াল পাড়া, সরডাঙ্গা, মধুপুরে হুল দিবস পালিত হয়।

হুল দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল আদিবাসী নৃত্য, ঝুমুর গান, ঝুমুর নৃত্য, লোক সংগীত পরিবেশন। এই অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য সুশান্ত পণ্ডিত, বিকাশ বাগ, সুমন্ত মুণ্ডারী, প্রক্তন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা প্রমুখ। 'নতুন চিঠি ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন শিবানন্দ পাল ও শশধর মিস্ত্রি। সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক কিশোর মাকর।

# মন্ত্রী হেনস্থা ও তার গাড়ি ভাঙচুরে ধৃত ৫

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ জুলাই :** রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে হেনস্থা ও তাঁর গাড়ি ভাঙচুরে ঘটনায় ৩ জুলাই রাতে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর ১২৬(২)/২২১/১৯১(২)/১৯১(৩)/১৯০/১১৫(২)/১১৭(২)/৩২৪(৪)/১২১(১)/১২১(২)/৬৭(২)/৩৫১(৩)/৩(৫) ধারায় এবং পিডিপিপি-এর ৩/৪ ধারায় মামলা দিয়ে ধৃতদের ৪ জুলাই কালনা আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক দুজনকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত এবং বাকিদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতরা হলেন মন্তেশ্বর-এর কুলুটের বাসিন্দা

—এরপর পাঁচের পাতায়

# কালনায় শহিদ দিবস পালন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুলাই :** গভীর শ্রদ্ধার সাথে কালনার ৫২ জন শহীদ স্মরণে কালনার শহিদ দিবস পালন করা হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কালনা স্টেশন চত্বরে জমায়েতের পর শহিদদের স্মরণ সভা শুরু হয়। তার আগে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করেন সিপিআই(এম)-এর বর্ষীয়ান নেতা অরিন্দম কোঙার, সুকান্ত কোঙার, শুকুল শিকদার, স্বপন ব্যানার্জী, অঞ্জু কর সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ৫২ জন শহিদের নিকট আত্মীয়রা। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ২ জুলাই সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহাদেব ব্যানার্জী নৃশংসভাবে শহিদ হন কংগ্রেস ঘাতক

—এরপর পাঁচের পাতায়

## রেলপথের সম্প্রসারণ ও প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত বাসুদেব আচারিয়ার ভূমিকা

# বড় দুঃখের রেল আর নেই, বি ডি আর এখন দামোদর উপত্যকার মানুষের জীবনরেখা

**উদয় রায় :** বাঁকুড়া, দামোদর রেলপথ (BDR) ছিল পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহাসিক সংকীর্ণ গেজ (ন্যারো গেজ) রেলপথ। এটি মূলত বাঁকুড়া জেলা এবং দামোদর (অধুনা পূর্ব বর্ধমান) অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের জন্য নির্মিত হয়েছিল। নির্মাণ কাল ছিল ১৯১৬-১৯১৭ সাল। ব্রিটিশ 'ম্যাকলেওড'স লাইট রেলওয়েজ কোম্পানি' দ্বারা পরিচালিত ছিল, পরে এটি বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে কোম্পানি নামে নথিভুক্ত হয় বিডিআর। ব্রিটিশ বেসরকারি কোম্পানি ১৯১৬ সালে প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ শুরু

করে এবং পুরো রুটটি ধাপে ধাপে ১৯১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করে। স্বাধীনতার পরে রেলপথটি ধীরে ধীরে জাতীয়করণ হয় এবং ভারতীয় রেলওয়ের অধীনে আসে। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে অধিগ্রহণ করে 'বি.ডি.আর' কে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে লোকসানে চলার কারণে 'বি.ডি.আর' এর প্রতি আগ্রহ হারায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। ১৯৯৫ সালে এই রেল উঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় রেল দফতরের এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার বাসিন্দারা। তারা পুনরায় 'বি.ডি.আর' রেল চালুর দাবি তুলে ধরেন। তৈরি হয় বিডিআর রেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। দাবির বিষয়টি নিয়ে তারা বারে বারে ভারতীয় রেল দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণও করে যান। এই সময় থেকেই বামপন্থীরা রাস্তায় আন্দোলন গড়ে তোলে ও বামপন্থী সাংসদরা পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে আওয়াজ তোলেন।

এই রেলপথ চালু হবার পর হাট বাজার বিকশিত হয় এবং সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। সময়ের সাথে তাল মেলাতে না পেরে বাঁকুড়া থেকে বায়নগর ৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তিন কামরার স্টিম ইঞ্জিনের সময় লাগতো ১২ ঘন্টা। এলাকার মানুষ তাই এই রেলের নাম দেয় 'বড় দুঃখের রেল'।

১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ এবং ২০০৪ থেকে ২০০৯ দুই দফায় লোকসভার রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে প্রয়াত সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলাকে দেশের রেল মানচিত্রের সাথে যুক্ত করার পাশাপাশি

—এরপর পাঁচের পাতায়

# নতুন চিঠি

৭ জুলাই, ২০২৫


## শ্রমিকের বার্তা

রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্চের দিল্লি কনভেনশনে দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি ২০ মে দেশব্যাপী দর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। পহালগাঁও পরবর্তী পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে তা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ৯ জুলাই ধর্মঘটের দিন স্থির করে শ্রমিক সংগঠনগুলি। প্রধানত ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলেও সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষ ইতিমধ্যেই এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছেন। কৃষক সংগঠনগুলোও ধর্মঘটের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে সংহতি জ্ঞাপন করেছে। শিল্পভিত্তিক ফেডারেশন, ব্যাঙ্ক-বিমা প্রভৃতি পরিষেবাক্ষেত্রের কর্মীরাও ধর্মঘটের আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। সাড়ে তিন দশক আগে উদারবাদী অর্থনীতি লাগু হবার পর অনেক ধর্মঘট হয়েছে, এটা ২৩তম। কিন্তু নানা কারণে এটি ব্যতিক্রমী।

এটি ব্যাতিক্রমী কারণ সাধারণ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই ধর্মঘট নয়, শ্রমিকবিরোধী নীতি প্রতিরোধের জন্য এই ধর্মঘট। উনত্রিশটি শ্রম আইন বাতিল করে বিরোধীশূন্য পার্লামেন্টে চারটি শ্রম বিধি চালুর ব্যবস্থা করেছে সরকার। এগুলো সম্পূর্ণ লাগু হলে স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ হবে, শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষির অধিকার থাকবে না, শ্লোগান-সাউটিং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এককথায় গণতান্ত্রিক দেশে সংগঠিত প্রতিবাদের অধিকার বে-আইনি হবে। কর্পোরেট স্বার্থরক্ষাকারী রাষ্ট্র তার জনকল্যাণী ভূমিকা বিসর্জন দিতে এত তৎপর যে গুজরাটে কাজের সময় ইতিমধ্যেই আটঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে বারো ঘণ্টা করে অধ্যাদশে জারি হয়েছে। এ এমন এক কঠিন সময় যখন স্থায়ীপদ শূন্য রেখে চুক্তি নিয়োগই সরকারের গৃহীত নীতি। গিগ কর্মীরা জানেই না কে মালিক কে নিয়ন্ত্রক, কার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাবি আদায় করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে পেশাভিত্তিক সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জন্য এই ধর্মঘট নয়, এ হলো শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার ধর্মঘট।

সরকারের তরফ থেকে ধর্মঘট ব্যর্থ করার চেষ্টা চলেই। কখনো তা চলে অপপ্রচারের মাধ্যমে : শ্রমদিবস নষ্ট ও আর্থিক ক্ষতির খতিয়ান তুলে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয় যে ধর্মঘট খুব খারাপ। কখনো তা করা হয় দমনমূলক নীতি নিয়ে। এরাজ্যে যেমন ১৯৯৮ থেকে ২০১১ সালে বিরোধী নেত্রী হিসেবে ১৩টি বন্ধ পালন করেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মঘটজনিত অনুপস্থিতিতে বেতন কাটার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সরকার যখন তার কর্মীকে বঞ্চিত করে, সরকার যখন তার কর্মীকে বিশ্বাস না-করে ডি.এ-র টাকা কোর্টে জমা দেবার কথা বলে, তখন শ্রমিকদের কাছে ধর্মঘট ছাড়া নিজেদের শক্তি প্রমাণের অন্য কোনো অস্ত্র থাকে না। কেন রেলে তিন লক্ষ পদে নিয়োগ হয় না, কেন এ রাজ্যে ছ'লক্ষ শূন্যপদ বছরের পর বছর শূন্য থেকে যায় তা বোঝার জন্য পণ্ডিত হতে হয় না। অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হলে কাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে নিয়োগকারীর মর্জির ওপর। এ এমন এক নীতি তা সংঘবদ্ধ কর্মীবাহিনী হিসেবে শ্রমিকদের অস্তিত্বকেই অনিশ্চিত করে দেয়। তাই ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করেই নীতি নির্ধারকদের লাল কার্ড দেখাতে হবে।

# একই অঙ্গে এ কি রঙ্গ

**শশধর মিস্ত্রি**

বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর লেখা থেকে জানা যায়, স্যার আইজ্যাক নিউটন একদিন একমনে কজে করে চলেছেন। কাজের দিদি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে খাবার ঢাকা দিয়ে চলে গেলেন। এই সময় তাঁর এক বন্ধু এলেন। তিনি নিউটনকে কাজে মগ্ন দেখে কেবল মজা দেখবার জন্য তার খাবারগুলো খেয়ে মুরগির হাড়গোড়গুলো ঢাকা দিয়ে রাখলেন। অনেক পরে নিউটনের মনে পড়ল খাওয়া হয়নি। নীচে খাবার ঘরে নামলেন। পরম আগ্রহ ও যত্নে ঢাকনা তুললেন। দেখলেন কেবল উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়। লজ্জিত হলেন। মৃদু হাসলেন। ভাবলেন কখন খেয়েছেন, নিজেই সেটা ভুলে গেছেন। তাই আবার খেতে এসেছেন। লজ্জা তো হবেই। তড়িঘড়ি কাজে ফিরে গেলেন।

এটাই যথার্থ জ্ঞান-সাধনা। এ ভুলে যাবার মধ্যে কোনো ছলনা বা উদ্দেশ্য নেই। এ ভুল নির্মল। কিন্তু অনেক মানুষ বা রাজনৈতিক দল ভুলে যাওয়াটাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। একে তারা ঢাল হিসাবে প্রয়োগ করেন। কখনো নিজের ভুল কাজকে ঢাকা দিতে অথবা অপরকে বা জনগণকে টুপি পরাতে বা মন থেকে প্রকৃত ঘটনা মুছে দিতে অতীত কাজ ভুলে যান।

২৫ জুন দিনটিকে ভারত সরকার 'সংবিধান হত্যার দিন' হিসাবে পালনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক দফতর থেকে প্রস্তাব/নির্দেশ পাঠিয়েছে। কারণ কংগ্রেস সরকারের অসংখ্য জনবিরোধী কাজ, দেশে তীব্র বেকারি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিরোধীদের নেতৃত্বে উত্তাল জনবিক্ষোভ ও কংগ্রেস দলের মধ্যেই নানা ক্ষোভ ও উপদলকে ঠেকাতে ২৫ জুন ১৯৭৫ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ সংবিধানের ৩৫২ ধারায় ২১ মাসের জন্য (২৫ জুন ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭) ভারতে 'আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেন। ফলে সব ধরনের নির্বাচন বাতিল হয়। নাগরিকদের অধিকার ব্যাহত হয়। এমনকি মৌলিক অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। বিরোধী রাজনীতিক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী এমনকি ক্ষমতাসীন দলেরও কেউ কেউ সহ এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করে জেলের ভাত খাওয়ানা হয়। সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে ব্যাপক সন্ত্রাস ও ধরপাকড় চলতে থাকে। বহু জাতীয় স্তরের বিরোধী নেতৃত্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রণম্য দেশপ্রেমিকদের স্থান হয় অন্ধকার গারদে। বাদ যাননি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর অনেক গান ও কবিতা নিষিদ্ধ করা হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে (আকাশবাণী) রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও কবিতার উপর আঘাত হানা হয়। কারণ সরকারের আশঙ্কা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পারে। এই জন্য ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ২৫ জুন ১৯৭৫, দিনটি ভয়ঙ্কর অন্ধকারতম দিন হিসাবেও চিহ্নিত।

এখন প্রশ্ন, কারা ওই দিনটিকে ভারতীয় সংবিধান হত্যার দিন বলছেন? ওই সময় আর.এস.এস-এর নেতৃত্ব প্রধান মন্ত্রীকে দেখা করে সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন। এরাই ১৫ই আগস্ট দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করেন না। ভারতের জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেন না। এরা ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোর বিরোধী এবং এদের মূল লক্ষ্য ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—''১৪ই নভেম্বর ১৯১৩ খ্রিঃ সভারকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে একটি আর্জি পেশ করেন। এবং তাতে এও লেখেন যদি সরকার বদান্যতা দেখিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করে আমাকে মুক্তি দেয়, তাহলে আমি আনুগত্যের জোরালো প্রবক্তা হবো।'' এই সাভারকার আর.এস.এস-এর স্তম্ভ ছিলেন।

এই সরকার কী করে ভুলে গেল! ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৩ বার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার ফেলার। সফল হয়েছে — ১) অরুণাচল প্রদেশে ২০১৪, ২) ঝাড়খণ্ডে ২০১৪, ৩) বিহারে ২০১৫, ৪) গোয়ায় ২০১৭, ৫) মণিপুরে ২০১৭, ৬) মেঘালয়ে ২০১৮, ৭) কর্ণাটকে প্রথমবার ২০১৮, ৮) কর্ণাটকে দ্বিতীয়বার ২০১৯, ৯) হরিয়ানায় ২০১৯, ১০) মধ্যপ্রদেশে ২০২০, ১১) মহারাষ্ট্রে ২০২২-এ ব্যর্থ হয়েছে। ১২) মহারাষ্ট্রে ২০১৯ ও ১৩) রাজস্থানে ২০২০-তে।

বহু সমাজকর্মী, পরিবেশ ও বিজ্ঞানকর্মী, যুক্তিবাদীদের কারাগারে নির্বিচারে নিক্ষেপ করেছে এই সরকার। ভারতের স্বাধীনতা দিবসও পাল্টে দিতে উদ্যত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ৫ আগস্ট ১৯১৯, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীরের অস্তিত্বের বিলোপ করে তিনি বললেন ওই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস, আর ৫ আগস্ট ২০২০-তে সংবিধানের ৩৫-'ক' ধারা বাতিল করে আনুষ্ঠানিকভাবে রামমন্দির নির্মাণের সূচনা করে বললেন এই দিনটি ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার দিন। ভাবা যায়? অথচ উপাসনা আইন ১৯৯১-এ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতের সব ধর্ম প্রতিষ্ঠান যে অবস্থায় ছিল তেমনই থাকবে। তার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। ধার্মিক স্থানের চরিত্রও বদল করা যাবে না। কোনো মামলাও করা যাবে না। আইন ভাঙলে তিন বছর জেল হবে। ব্যতিক্রম বাবরি মসজিদ। এসত্ত্বেও বিভিন্ন দরগা, ধর্মীয় স্থানে নানা ফন্দিতে নাক গলিয়েই চলেছে।

তাহলে ভারতের সংবিধানকে বার বার হত্যা করার চেষ্টা করছে কারা? অবশ্যই ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতের গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যম গর্জে উঠেছিল। ভারতের জনগণ এর উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। ফলে ভারতে প্রথম গঠিত হয় অকংগ্রেসী সরকার। মিসেস গান্ধীকেও জেল খাটতে হয়। বর্তমান বিরোধী দলনেতা জরুরি অবস্থা জারি ভুল হয়েছিল পার্লামেন্টে তা স্বীকার করেছেন। এসব ভারতের সংবিধানটা জীবিত আছে বলেই সম্ভব হয়েছে। হত্যা করলে তো অন্য ঘটনা ঘটত।

ভারতের সংবিধান একটি অসাধারণ সৃষ্টি, এইজন্য ভারতে সংবিধান সভার সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন ''ড. আম্বেদকরকে সংবিধান রচনার খসড়া কমিটির সভাপতি করে যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছিলাম তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। ভারতের যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ভার অর্পণ করেছিলাম।'' সেই আম্বেদকর নীচু জাতের মানুষ বলে বোম্বাই প্রদেশ থেকে সংবিধানসভার সদস্য হতে পারেননি। বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় সারা জীবন আক্ষেপ করেছেন তাঁর অধিকাংশ ছাত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত হলেও বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেনি। ভারতের জনগণের তেমনই আক্ষেপ— স্বাধীনতার ৭৯ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কী করে একটা নির্বাচিত সরকার ভারতের সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যা খুশি করতে পারে। জানি না কবিগুরুর ভাষায় ''আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে, সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালাবার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো হয়।'' ভারতীয় সংবিধানকে হত্যা করবার এটা সূচনা নয় তো?

## চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

### ফ্যাসিবাদকে রুখতে পারে খেটেখাওয়া মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

প্রশ্নটা উঠেছে দেশের শাসকদল প্রকৃতই কি দেশের সাংবিধানিক ও সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো ব্যবহার করে একটি হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করতে চলেছে, না যেভাবে প্রধানত মার্কসবাদী দলসমূহ মোদি সরকারকে নিজেদের মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকলেও ফ্যাসিবাদী, আধাফ্যাসিবাদী, কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী বা নয়াফ্যাসিবাদী রূপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে, সেটাই যথার্থ? এইসব প্রশ্ন আর শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ববাদীর রাজনৈতিক এবং শ্রেণি চরিত্রের ব্যাখ্যাতেই থেমে নেই। কারণ আগ্রাসী নয়াউদারবাদ আর নয়াফ্যাসিবাদ যে সমার্থক এবং নয়াফ্যাসিবাদ যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে বিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিবাদী নাৎসিবাদী সংগঠনের অনেকগুলো উপাদান নিয়ে গঠিত তাও অনস্বীকার্য।

পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও নয়াফ্যাসিবাদী উত্থান চিরায়ত ফ্যাসিবাদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল গণভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ গণহত্যা ও ধ্বংসের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ তার অতলস্পর্শী সংকট কাটিয়ে অবশেষে কেঈনসীয় পদ্ধতিতে পুঁজি ও শ্রমের আপস রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে চাহিদা বৃদ্ধির অর্থনীতি নিয়েছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধের কালে সংকটের সাময়িক নিরসন ঘটলেও ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নতুনতর সংকটের গহ্বরে প্রবেশ করে কল্যাণকামী অর্থনীতি থেকে হাত গুটিয়ে নিতে থাকলো।

আবার গত শতাব্দীর শেষভাগে সেই অর্থনীতির সংকট থেকে উপশমের পথ খোঁজা হলো নয়াউদারবাদী অর্থনীতিতে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নয়াউদারবাদী অর্থনীতি শেষরক্ষা করতে না পেরে আগ্রাসী এবং দিশেহারা টালমাটাল অবস্থায় নয়াফ্যাসিবাদী রাজনীতির পথ ধরে ব্যাপক অংশের শ্রমজীবীদের উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ধর্ম সম্প্রদায় অভিবাসী চিহ্নিত করে ফ্যাসিবাদী পথ নিল। এতেও সংকট না কমায় যে বুর্জোয়া ঐতিহ্য সম্পন্ন কর্পোরেটদের তুলনায় হঠাৎ ভুঁইফোঁড় স্যাঙাৎ পুঁজিপতিদের ওপর ভর করেছে দেশে দেশে ফ্যাসিবাদী দলগুলি, তাতে সংকট আরো বেড়ে উঠছে। আমেরিকার ট্রাম্প-মাস্ক আঁতাতে তা সুস্পষ্ট। ফ্যাসিবাদের প্রথম লক্ষ্য বাম গণতান্ত্রিক, বিশেষ করে মার্কসবাদী দলকে নিকেশ করা। ভণ্ডামি করে উন্নয়নের নামে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া। হিটলারের নেতৃত্বে ১৯৩৩ সালের মে দিবসে নাৎসিরা ঠিক তাই করেছিল।

সুতরাং এই অবস্থায় যতদিন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোসমূহ ফ্যাসিবাদী সরকার বেঁকিয়ে চুরিয়ে ব্যবহার করা সত্ত্বেও পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারছে না, ততদিন পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার রণনীতি নিয়ে শ্রেণি ও খেটেখাওয়া মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। লেলিনের জীবিতকালে কমিনটর্ন যে রণনীতি নিয়ে বুর্জোয়া দলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্তমঞ্চের পথ গ্রহণ করেছিল সেই পথ। ১৯৪৭-এর পর ভারতে কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলসমূহের ঢিলেঢালা সেকুলারিজম এবং গণতন্ত্রের জন্য এবং পরবর্তীতে নয়াউদারবাদী অর্থনীতির পথ নেওয়ায় চরম দক্ষিণপন্থী সংঘপরিবারের ফ্যাসিবাদী শাসন ডালপালা মেলেছে। এই কঠিন সত্য মেনে নিয়ে কংগ্রেস সহ যে বুর্জোয়া দলসমূহের নীতিগত অবস্থান মার্কসবাদী দলগুলোর থেকে ভিন্ন, তাদের সঙ্গেও সেকুলারিজম ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সংসদ ও সংসদের বাইরে গণফ্রন্ট গঠনের রণনীতি নিয়ে সর্বাত্মক লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। দুটি ফ্রন্ট ভিন্ন পরিসরে গড়ে তুললেও শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষা, যত খেটে খাওয়া মানুষের যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী হবে ততই পপুলার ফ্রন্টের পথে খেটেখাওয়া মানুষ যুক্তফ্রন্টের রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবে। এভাবেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লড়াই শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে ক্রমশ শক্তিশালী হবে।

ধন্যবাদান্তে

**বিশ্বজিৎ সরকার**
দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল-২

# সাহিত্যে রথের প্রভাব

**শুভেন্দু চ্যাটার্জী**

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে সুখ-দুঃখ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করেছেন এইভাবে—'বসেছে আজ রথের তলায়/স্নান যাত্রার মেলা/সকাল থেকে বাদল হল/ফুরিয়ে গেল বেলা/। কবিগুরু দেখিয়েছেন এই রথের মেলায় এক পয়সার তালপাতার বাঁশি কিনে বাজাচ্ছে যে মেয়েটি, তার অমলিন হাসি। আবার বিপরীত দিকে তিনি দেখিয়েছেন, একটি করুণ ছেলের মুখ যে ছেলেটি একটি রাঙা লাঠি কেনার জন্য পয়সা জোগাড় করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুতুল ভাঙা' কবিতায় দেখিয়েছেন একটি শিশুর বেদনা—'মাগো তুমি পাঁচ পয়সায় এবার রথের দিনে/সেই যে রঙিন পুতুল খানি আপনি দিলে কিনে/খাতার নীচে ছিল ঢাকা/দেখালে এক ছেলে/গুরু মশাই রেগে মেগে ভেঙে দিলেন ফেলে'। আসলে বাচ্চা ছেলেটির কাছে রথের মেলা থেকে, অল্প মূল্যে কেনা উপহারটি ছিল অনেক দামি। কিন্তু গুরু মশাই শাস্তি স্বরূপ তার পুতুলখানি ভেঙে দিয়েছেন, তাই বাচ্চাটি মাকে অভিযোগ জানাচ্ছে। 'রাজা রানী' কবিতাতেও বাচ্চাটির অভিভাবক রথ দেখতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' দুটি কাব্যগ্রন্থে বারবার ফিরে এসেছে রথ ও রথকেন্দ্রিক উচ্ছ্বাস অথবা সেই উচ্ছ্বাস থেকে বঞ্চিত হবার খেদ। 'ছোট বড়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শিশুটি বাবার মতো বড় হতে চায়। কবির ভাষায়—রথের দিনে খুব যদি ভীড় হয়/একলা যাব, করব না তো ভয়/মামা যদি বলেন ছুটে এসে/হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো/বলব আমি দেখছ নাকি মামা/হয়েছি যে বাবার মত বড়। 'কৃপণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—আমি যখন ফিরতে ছিলাম/গ্রামের পথে পথে/তুমি যখন চলেছিলে/তোমার স্বর্ণ রথে/অপূর্ব এক স্বপ্ন সম/লাগতেছিল চক্ষে মম'। 'রথযাত্রা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রথ যাত্রার দিন কাছে/তাই রানী রাজাকে বলল চল রথ দেখতে যাই। রাজা সবাইকে ডাকলেন তার সাথে যাবার জন্য রথ দেখতে। যে ঝাঁটার কাঠি কুড়ায় তাকেও ডাকা হল। তিনি বললেন আমি কেন যাব? ঠাকুর তো পুষ্পকরথে আমার দুয়ারে আসেন। যখন জিজ্ঞেস করা হলো সেই রথ কোথায়? তখন সেই ঝাঁটার কাঠি কুরানি তার দুয়ারের দুপাশে দুটি ফুটে থাকা সূর্যমুখী ফুল দেখান।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্যেও রথের প্রভাব রয়েছে। এমনকি রথকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিও জড়িয়ে থাকে। রথের মেলায় বিভিন্ন ধরনের দোকানিরা দোকান সাজিয়ে বসে বিভিন্ন দ্রব্যের পসরা নিয়ে। সেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সমস্ত ধর্মের বিক্রেতারাই থাকে তাই রথ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও একটি নিদর্শন।

এরপরই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'রথের রশি' নামে একটি নাটক। যেটি প্রথমে রথের যাত্রা নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩২ সালে 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' দুটি নাটক কালের যাত্রায় স্থান পায়। লেখাটিতে জনতার চরিত্র বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। শেক্সপিয়ারের নাটকের বা গ্রিক নাটকের ভূমিকার কথা এই নাটককে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭তম জন্মদিনে উৎসর্গ করেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে লেখেন—''তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কালের যাত্রা নামক নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমারে দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে (বিচিত্রা, কার্তিক সংখ্যা ১৩৩৯)

আসলে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব দেখে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন আগামী বিশ্বটা যেতে চলেছে শোষিত অবহেলিত শ্রেণির হাতে। তাই নাটকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন ''রথের দেখা নেই। চাকার শব্দ নেই।'' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যাকে আমরা পেছনে রাখছি ঘৃণাভরে, তার সাথে সাথে আমরাও মানুষ হিসেবে পেছনে চলে যাচ্ছি। রথের রশি নাটকে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের জেগে ওঠাটাকেই, তাদের দীর্ঘদিনের অক্লান্ত কর্মযজ্ঞ, যা গোটা পৃথিবীর চালিকাশক্তি,তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ড. সুকুমার সেন এই নাটকটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ''রথযাত্রা রথের রশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুরোপুরি পলিটিক্যাল রচনা—বোধ করি আকারে খর্ব বলিয়াই নজরে পড়ে না।'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন)। ডঃ অশোক সেন-এর মতে তাঁর এই রূপক নাটকটির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন শক্তির হাত বদলের ইতিহাসকেই বিবৃত করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এক সময় সকল ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাজার প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। এরপর ক্যাপিটালিস্ট-এর প্রভাব দেখা যায়, তারপর ধনতন্ত্রের অবসানের পরে শ্রমিক জাগরণের শুরু হতে থাকে।'' এক কথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকটির মাধ্যমে সমাজের উঁচু ও নিচু তলার মানুষের পারস্পরিক ছবি এঁকেছেন। ব্রাহ্মণের স্পর্শের সঙ্গে যখন শূদ্রের, খেটে খাওয়া হাতের ছোঁয়া মিলে যায়, তখনই রথ ঘর থেকে এগিয়ে চলে। আসলে সাম্যের মন্ত্র তৈরি হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাধারানী নামে একটি ছোট উপন্যাস লেখেন রথ-কে কেন্দ্র করে। সেখানে ১১ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে রথের মেলায় হারিয়ে যায়। তারপর এক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে তিনি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। গুরু চরণ দাস তার বই দি ডিফিকাল্টি অফ গুড বিয়িং গ্রন্থে কর্ণের রথের চাকা-কে তুলনা করেছেন আমলাতন্ত্রের সৎ অফিসারদের সঙ্গে। যাদের এই দূষিত সিস্টেম কলুষিত করে। আবার লোক বাউলশিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাসের গাওয়া রথ-কে নিয়ে গানটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাউল সুরের গানটি হল—আমি যাব না, যাব না, যাব না রথের মেলাতে ও জামাইবাবু, যাব না রথের মেলাতে...।

ভারতীয় পুরাণেও আছে রথযাত্রার কথা। কুরুক্ষেত্র থেকে যখন যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ রাজবেশ পরিধান করে ফিরছেন, শ্রীরাধিকা তাকে হাজার চেষ্টা করেও বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে পারেননি। পরিবর্তে রথের রশি ধরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পুরীর বৃন্দাবনে। ফলে রথে স্থান হয়নি রাধার। তাই রথযাত্রায় শোভা পায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। গৌতম বুদ্ধের ধর্মচক্ষে রথের চাকার ২৪ স্পোক আছে। অশোক চক্র এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জ্যাক কেরুয়াক বিধর্মাবন গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও ধর্মচক্রকে বিট জেনারেশন হিসেবে দেখেছেন। ভিয়েতনামের এক সাধু নহাত হান তার বিভিন্ন লেখায় ধর্মচক্রকে আবার ধ্যানের রূপক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রায় ৪০০ বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব রথ উৎসবে জগন্নাথ দেবের রথের সামনে নৃত্য ও কীর্তনে রত ছিলেন। তবে চৈতন্যদেব ছিলেন পুরীতে আর কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

এছাড়া রথ নির্মাণশিল্পীদের কথা আমরা যেসব বই থেকে জানতে পারি তা হল অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গলক্ষীর ঝাঁপি। পাশাপাশি রথের গায়ে সুন্দর কারুকার্য দেখা যায়। যেমন ত্রিপুরার মেঘদাস রথে আমরা দেখতে পাই সৌখিন স্ত্রী তার স্বামীর কাঁধে বসে আছে। আবার বীরভূমের একটি রথ-এ দেখা যায় নরসুন্দর দাড়ি কামাচ্ছে ক্ষুর দিয়ে। কলকাতার চেতলার নাজিরবাবুর রথে দেখা যায় নানা ধরনের নক্শা রথের গায়ে। উড়িষ্যায় রথ-কে কেন্দ্র করে যে মহারি নৃত্য হত, সেটি এখন ওড়িশি নৃত্যে পরিণত হয়েছে।

## নতুন চিঠির পাশে দাঁড়ান

**'নতুন চিঠি' পত্রিকার নিজস্ব আয়ে সারা বছরের খরচ সংকুলান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। পত্রিকার তরফ থেকে তাই সকলের কাছে আবেদন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও আপনাদের সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে পত্রিকার পাশে দাঁড়ান। পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতায় যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতা কামনা করি।**

**State Bank of India, Burdwan University Branch**
**Title of Account : Natun Chithi**
**S/B A/C No. : 10212634603 IFSC : SBIN0002033**
**QR কোড স্ক্যান করেও টাকা পাঠাতে পারেন।**

## মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

## নতুন চিঠি

### শারদ সংখ্যা-২০২৫

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।
ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে মেল আই-ডি
sharadiyanc@gmail.com-তে
লেখা (পিডিএফ নয়, ওয়ার্ড ফাইল) পাঠান।
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।

# যাত্রাপালার মুকুটহীন সম্রাট ভৈরব গাঙ্গুলী

**বিশ্বজিৎ ঘোষ**

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে যাত্রাপালা এবং তার মুকুটহীন সম্রাট ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভৈরব গাঙ্গুলী নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব যুগের লেখক ভরত মুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে নাটকের উৎপত্তি, রূপ ও রীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে যেমন পাণিনি, অর্থশাস্ত্রে চাণক্য—তেমনি নাট্যশাস্ত্রে ভরতমুনির গ্রন্থকে আকর এবং মূল গ্রন্থ হিসাবে ধরা হয়। এই গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও আধুনিক এবং আভিজাত্য সম্পন্ন প্রসেনিয়াম থিয়েটার কিন্তু এই গ্রন্থকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এই গ্রন্থের নীতিমালা বা নাটকের যে বিধান দেওয়া হয়েছে—তা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলেও এই গ্রন্থকে একেবারে পরিত্যাগ করেনি। বরং আধুনিক নাটকের বড় বড় কলাকুশলীদের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এই গ্রন্থের উল্লেখ করতে শোনা যায়। তবে ভরত মুনির 'নাট্যশাস্ত্র' নাটক নামের যে কলার কথা উল্লেখ করেছেন, তারও আগে থেকে দেশীয় খাঁটি যাত্রাপালার অস্তিত্বের অনুমান করা যায়। অনেকটা ইতিহাসের এই ঘটনার মত।

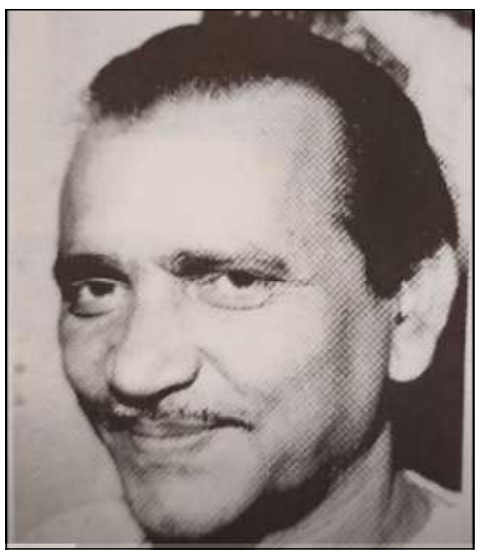

যেমন—সিন্ধুসভ্যতা বা আর্যসভ্যতার আগেও দেশীয় সভ্যতার হদিশ পাওয়া যায়। যা বহিরাগত আর্যদের অস্তিত্বের আগেও বর্তমান ছিল। ঠিক তেমনি নীতিনির্ধারণ নিয়মে বাঁধা নাটক বা আধুনিক থিয়েটারের আগেও যাত্রাপালার অস্তিত্ব বর্তমান।

এই যাত্রাপালা প্রাক্ আর্যসভ্যতার মতই সাবেকী, খাঁটি, দেশীয় এবং স্বকীয়। কিছু সারিবদ্ধ মানুষের বিশেষভাবে একস্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াতের কথাই যাত্রা নামে পরিচিত। সাধারণত উৎসব অনুষ্ঠানের সময়েই কিছু মানুষের সমারোহ বা বাদ্যগীত যন্ত্র সহকারে যাতায়াতকে যাত্রা বলে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী এই যাত্রা তার আলুলায়িত পরিবেশ ছেড়ে বাঁধাধরা মঞ্চের মধ্যে উন্নীত হয়েছে। পরিক্রমার পথ ছেড়ে তা নিয়ম অনুযায়ী বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠেছে। সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও তার খাঁটিত্বে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

গ্রাম বাংলার এই যাত্রাপালার প্রমাণ চৈতন্য জীবনীকারদের লেখনীতেও পাওয়া যায়। এবং স্বয়ং চৈতন্যদেবও এই পালাকীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। তার সাক্ষ্য প্রমাণ বয়ে নিয়ে চলে বিভিন্ন গৌরচন্দ্রিকা এবং গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রভায় এই সাবেকী যাত্রাপালাতেও আসে আমূল পরিবর্তন। যাত্রা তার স্বাভাবিক ব্যাপার থেকে উঠে আসে পোশাকি পদ্ধতিতে। অর্থাৎ উন্নীত হয়-মঞ্চাসনে। কিন্তু আবারো বলি তথাকথিত নাটক এবং যাত্রাপালার অনেক পার্থক্য ছিল এবং এখনো তা বর্তমান।

যাত্রাপালাকে যিনি আধুনিকতার ছোঁয়ায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হলেন ব্রজেন্দ্র নাথ দে। ব্রজেন বাবুর যাত্রাপালার কাহিনি পৌরাণিক। এবং সাবেকী কাহিনি থেকে আস্তে আস্তে সামাজিকতার ছাদ ছুঁয়ে বাঙালির হৃদয়জীবনে প্রবেশ করেছিল। ঠিক এই সময় যাত্রাপালায় ব্রজেনবাবুর দেখানো পথে বাঙালির যাত্রাপালাকে মঞ্চ সফলের মধ্যে এক উচ্চতার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সারাজীবন প্রায় দুই শতাধিক যাত্রাপালা রচনা করেন। তবে ভৈরবনাথ বাবু আধুনিকতার ছোঁয়াকে উপেক্ষা না করলেও তিনি যাত্রাপালার খাঁটিত্বকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর অশেষ কৃতিত্ব তিনি সামাজিক নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে গ্রাম বাংলা এবং তথাকথিত নগরজীবনের ঘরের চরিত্রকে মঞ্চে তুলে এনে মানুষের হৃদয়ে পাকাপাকি ভাবে স্থান করে নিয়েছিলেন।

পালাকর্তা ভৈরবনাথবাবুর সর্বাধিক কৃতিত্ব হল-সামাজিক নাটক রচনায়। এরপরে সমাজের সর্বস্তরে তিনি ছাপ ফেলতে পেরেছিলেন। বাঙালির নিজের ঘরের চরিত্র, পাশের বাড়ির চরিত্র, সমাজ এবং ব্যবস্থা—ইংরাজিতে যাকে বলে society এবং system —তার খোলনলচে সাধারণ মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো তুলে ধরেছিলেন। শুধু যাত্রাপালার সংলাপ রচনাই নয়, তিনি যাত্রাপালার নির্দেশনা এবং প্রযোজনার কাজেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তবে তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্ব তিনি সামাজিক যাত্রাপালায় সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে সমাজকে সচেতন করার কাজ করেন। তবে আর একটা কথা না বললে তাঁর কৃতিত্বের কথা না বলাই থেকে যাবে—তা হল তাঁর যাত্রাপালার যাত্রার নাম এক একটা Brand এ পরিণত হয়েছে। যেমন 'মা মাটি মানুষ', বর্তমানে বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়। এছাড়াও তাঁর যাত্রাপালার নাম বা তার parody প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে যেমন 'স্বর্গের পরের স্টেশন', 'ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ' ইত্যাদি।

ক্লাসিক বাংলা যাত্রাপালায় ব্রজেনবাবু যদি হন পথপ্রদর্শক বা পালা সম্রাট, তাহলে ভৈরববাবুকে বলা যায় যাত্রাপালার মুকুটহীন রাজা। তিনি তাঁর যাত্রাপালার মাধ্যমে—গ্রাম বাংলার সমাজব্যবস্থাকে যেভাবে শিক্ষার পাঠ দিয়েছেন তা যেন বিদ্যালয় শিক্ষারই সমান। তবে তাঁর এই শুভচিন্তনকে বাঙলা তথা বাঙালি গ্রামজীবন বহুদিন মনে রাখবে।

**আমাদের সংবাদদাতাদের প্রতি নতুন চিঠি-র খবরগুলি weeklynatunchithi@gmail.com newsnatunchithi@gmail.com -তে পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। হোয়াট্স অ্যাপে খবর পাঠাবেন না।**

# ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলেখ্য

**বিশ্বম্ভর মণ্ডল**

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোয় কিছু কথা লেখার চেষ্টা করব ভেবেছি বারবার। হয়ে ওঠে না। এবারে শুরু করে দেখি কোথায় পৌঁছাতে পারি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতি যতটুকু মনে পড়ে, প্রায় সবটাই মজায়, আনন্দে দিন কাটানোর। পিকনিকে, আড্ডায় জমজমাট নাচ-গানের আসরে নেচে, লাফিয়ে কৈশোর কেটেছে। কিন্তু অধ্যাপনার পেশার সম্মানের প্রশ্নে মফস্বল সমাজের ধ্যানধারণার সাথে সংঘাতে যাবার প্রয়োজন বোধ এখনও আসেনি, তাই পিকনিকে, আড্ডায় বা অনুষ্ঠানে শ্রোতা, দর্শক পদ অলংকৃত করেই আনন্দ খুঁজে নিতে হয় জীবনের বর্তমান পর্যায়ে।

একটা সময় মাথায় কিভাবে ঢুকে গেছিল ‘পড়াশোনায় ভালো ছেলেমেয়েরা রাজনীতি না করলে জায়গাটা তো ফাঁকা থাকবে না। খারাপ লোকেরা এসে ভরে যাবে’। সেই বিশ্বাসটা আজও আছে, কিন্তু ভালো ছেলেমেয়েদের সঠিক পথ দেখানো নিয়ে সন্দেহ জন্ম নিয়েছে মনের গভীরে।

যারা যুক্তিতে পেরে ওঠে না, তারা দলবাজি করে। এইভাবে তারা পরিবার থেকে শুরু করে দল সহ সব সংগঠনকে শেষ করে। এই দোষ শিক্ষিত/অশিক্ষিত সবার মধ্যেই ১৬ আনা আছে। তাত্ত্বিক হওয়ার স্বপ্ন থাকে না অধিকাংশের। থাকার কথাও ছিল না। মিটিং, মিছিলে হাঁটা আর বরাদ্দ করা কাজেই খুশি থাকা মানুষ সব কালেই বেশি। মাঠে ময়দানের সব কাজের কর্মী হবার সময় বা ধারাবাহিকতা সবার থাকে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদেরকে দিনের শেষে পড়াশোনা করে খেটে চাকরি পেতে হবে, বা ব্যবসা করতে হবে—এটাই শেখানো হয় ছোট থেকে। তাই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়িয়ে চলার মনোভাব তৈরি হয় না অধিকাংশেরই। উপরতলার মানুষগুলোকে ঘিরে থাকা স্তাবকদের ভিড় অতিক্রম করে বাইরের জগতে তাকাতে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে শুরু করেন। সামনে মুখ দেখানো বা ঘুরঘুর করা বাচ্চাদের মধ্যেই সোনার টুকরো খুঁজে নেন বারবার। তাই হয়ত শূন্যস্থান অতিক্রম করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে।

যারা তত্ত্ব না পড়েই বিপ্লবী হতে চেয়েছেন, অথবা যারা মাঠে ময়দানের কর্মী না হয়েও নীতি নির্ধারক কমিটিগুলোতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে কাজ করার অভিনয় করে যাচ্ছেন, তাঁদের কথাও আলাদা। তাঁরা সিঁড়ি চিনে এগিয়েছেন। যদিও কোথায় এগিয়েছেন, সাথে কাদের নিয়ে এগিয়েছেন তার উত্তর দেওয়া কঠিন। তাই জনসাধারণের জন্যে প্রকৃত অর্থে কিছু না করেও মহাশূন্যের দিকে এগিয়ে যাবার কাজে মদত দেয়ার মানুষ বেড়েই চলেছে।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে ধর্ম কেন্দ্রিক মানুষকে বিচার করার বা তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করার বা প্রচার করার বা লেখার ঝোঁক বাড়ছে। বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে। কাশ্মীরে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে নিরীহ পর্যটকদের সাথে যা ঘটে গেল তার নিন্দা করার ভাষা নেই। এমন দেশবিরোধীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে সদিচ্ছা প্রশাসন দেখাবেন নিশ্চয়ই। একই ভাবে বিশ্বের যেখানে যেখানে অকারণে মানুষ খুনের ঘটনা ঘটছে, সবটাকেই নিন্দা ও প্রতিবাদ করার কাজটা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে হবে। একটা ঘটনা ঢাকতে আর একটা ঘটনাকে টেনে আনাটা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব হতে পারে না। কিন্তু সব রাজনীতি তো সরলরেখায় তার কাজ করে না। অধিকাংশের ঝোঁক ঘোলা জলে মাছ ধরা। এখন তো একটা সহজ ঝোঁক তৈরি হয়েছে সব কিছুতে সংখ্যালঘুদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের সাধু সাজার। এটা এখন একটা অপরিণত ও খুব চালু একটা পদ্ধতি। একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। লালগোলা ট্রেনটা যারা ব্যবহার করেন, তারা খেয়াল করলে দেখবেন হঠাৎ করেই মুর্শিদাবাদগামী মেঝেতে বসে থাকা গরিব মানুষগুলোর সাথে কুৎসিত ব্যবহারের হার কি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে এক অংশের মানুষের মধ্যে। সোশাল মিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বারবার খারাপ কথা শুনতে শুনতে বা পড়তে পড়তে মানুষের এই অসহিষ্ণুতা বেড়েছে বলেই অনেকের সন্দেহ।

ওরে, হাল্লা রাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল! এই গান যত জোরে বাজাই না কেন, জগতে যুদ্ধবাজদের কিছুই এসে যাবে না। কোন্ যুদ্ধ কেন, কার দোষে, বিবেচনা করার সুযোগ থাকে না সব ক্ষেত্রে। বিশেষ করে নিজের দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে, বা আক্রান্ত হওয়ার পর জবাব দিতে বাধ্য হলে বা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্যে যুদ্ধ উন্মাদনার খেলা খেলতে গিয়ে ‘পালে বাঘ পড়েছে’ অবস্থার সৃষ্টি হলে। তাহলে আর কি! যা হচ্ছে দেখেই যাই সিনেমার মতো, নাটকের মতো। কথা বলা বন্ধ, এই সময়টাতে না হয় বেঁচে মরেই থাকি।

## ভগনাডিহি মরে না...

**যযাতি দেবল**

দহন শেষে অঝোর ধারা ঝর ঝর
সোঁদা মাটির গন্ধে উতল হাওয়া
এমনদিনে লড়ছে কারা আজ
সিধু কানু চাঁদ-ভৈরব! —সবার মাথায় তাজ;
স্বপ্ন ছিল, লড়াই ছিল উজান ঠেলে যাওয়া;

আমার সিধু বলছে হেঁকে—সবাই লড়াই কর...
আমার কানু বলছে লড়াই;
আজকে লড়াই কর দেশটা শুধু
নয়কো মাটি, মানুষ দিয়ে গড়া
মানুষ তোরা; রুখে দাঁড়া-বাঁচার জন্য লড়া
চাঁদ কুড়াবো আমরা সবাই বৃষ্টি মাখবো গায়ে
এদেশ আমার এদেশ
তোমার বাঁচবো ভায়ে-ভায়ে

বাঁচার জন্য এই লড়াইয়ে অস্ত্র হাতে ধর
কালো বেনে ধলো বেনে-বেনের নিকেশ চাই
শোষণ করা হাত দুটোকে মুচড়ে দেব তাই
জমিদারের চামচেরা সব সামাল সামাল সামাল
আসছে ছুটে চাঁদ-ভৈরব আসছে ধেয়ে কামাল
আজকে হুল, হুল বুলাবুল হুল কখনও হারে না

রক্তে ধোওয়া সিধু কানু; ভগনাডিহি মরে না..

## বঙ্গভূমি

**অশোক চট্টরাজ**

ভুত-ভুতুনি ছন্দে ছন্দে
বাঙলা জুড়ে উদোম নাচে
উর্দি পরা কুত্তাগুলো
মুড়েছে হাঁটু তাদের কাছে।

বিদেশে টাকা পাচারকারী
মামদোটাও আজ মাইক ফুঁকে
বলছে হেঁকে—
সবাই আমার পিছনে দাঁড়াও
যেওনা কেউ অন্যদিকে;
অন্য সুরে কেউ যদি আজ
কথা বলার চেষ্টা করো
ডাক্তার হও ছাত্রী হও
বয়স তোমার হোকনা বারো
শকেট কিম্বা বুলেট ঘায়ে
কোথাও কেউ পাবে না পারও।

ভূতের মাসি ভূতের পিসি
শেষ করছে রাজ্যটাকে
জোট বেঁধে আজ পথ চলি সব
শক্ত করে বাঁধনটাকে।

# দুর্গাপুরে পরিবেশ নিয়ে বিজ্ঞানমঞ্চের সঙ্গে প্রশাসনিক আলোচনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৫ জুন :** দুর্গাপুরের মহকুমা শাসকের আহ্বানে সাংসদ কীর্তি আজাদ, পশ্চিম বর্ধমানের জেলার জেলা শাসক, দুর্গাপুরের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ও অন্যান্য শিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে দেবব্রত চৌধুরী, প্রদ্যুৎ মুখার্জী ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, তিনজন উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদকের উদ্যোগে একটি ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। ফসিল ফুয়েল পুড়িয়ে ডিভিসির ৮০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য প্রস্তাবিত এলাকার প্রাকৃতিক ভাবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে এবং তারজন্য বিকল্প চিন্তা ভাবনার দাবি করে প্রস্তুত করা হয় ভিডিওটি। আজকের সভায় তা দ্বিতীয় ভিডিও হিসাবে সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করা হয়। তারপর সভার তৃতীয় বক্তা দেবব্রত চৌধুরী প্রস্তাবিত ক্ষেত্রপরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সভায় পেশ করে জানান যে আমরা শিল্পনগরীর মানুষ হিসাবে কারখানার পক্ষে। কিন্তু তা যেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের শর্ত মেনে হয়, সেটুকুই আমাদের দাবি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা ভিডিওটি প্রস্তুত করেছি এবং সেখানকার প্রকৃতি থেকে যে সমস্ত প্রাণী ও অতি বিরল উদ্ভিদ প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে যাবে, তার তালিকা মহকুমা শাসককে আমরা দিয়েছি। Rare Plant (দেউফল, বাবলা, তেজপাতা, ১৫০-র ওপর বট,অশ্বত্থ গাছ, আমলকী, কয়েত বেল, পিটুলি ও ওক) ইত্যাদি গাছগুলো আমাদের চোখে পড়েছে। হয়তো আরো আছে যেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এক্সপার্টরা বলতে পারবেন। একটা সার্বিক নিরীক্ষণ করতে পারলেই জানা যেতে পারে। তার কিছু অংশকে প্রতিস্থাপিত করার জন্য সরকার ও ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি পেশ করা হয়। এছাড়াও আজকের সভার অব্যবহিত পরেই ওই প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সুকুমার দাস, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টর ডিএফও অনুপম খান ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের ইনঞ্জিনিয়ার অরূপ দে-র সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা করা হয়। ডি এফ ও স্যারের কাছে বিকল্প ফাঁকা স্থানে, যেখানে ৪০০ একর খালি জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে করার মৌখিক প্রস্তাব দেওয়া হয়। উনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত ডকুমেন্ট দিতে বলেন। প্রতিশ্রুতি দেন যে শারদোৎসবের পূর্বেই ডিভিসি ৭০০৫-র ২০ গুণ গাছ লাগাতে যাচ্ছে, তা না দেখে বনদপ্তর অনুমোদন দেবে না। আপনারা যত শীঘ্রই বিকল্প সাইট দিতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

# বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে মেমারি বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ জুন :** স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের ফর্ম ফিলাপ সহ স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে মেমারির বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে প্রায় ৭ শতাধিক মানুষ জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া ও পূর্ব কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পীযূষ বিশ্বাস ও বদ্রীচরণ লাহা। বিক্ষোভ সভা চলাকালীন ৭ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এর হাতে ডেপুটেশন কপি তুলে দেন।

ডেপুটেশন শেষে একটি বিরাট মিছিল মেমারি বাসস্ট্যাণ্ড হয়ে বামুন পাড়া মোড়ে এসে শেষ হয়। এর পর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভায় ডেপুটেশন দাবির ব্যাখ্যা করেন মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় গুইঁ, সনৎ ব্যানার্জি। এদিনের মিছিলে ছিলেন অভিজিৎ কোঙার, আন্তাজ আলি দফাদার, ভবানী ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, অন্তরা দত্ত পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ।

# সংস্কারের তিন মাসের পরেই রাস্তা বেহাল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৬ জুলাই :** সংস্কার করার তিন মাস পরেই রাস্তা খানাখন্দে ভরে উঠেছে। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে মানুষ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ছেন। রাস্তাটি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। রাস্তাটি হল পূর্বস্থলীর নবপল্লী থেকে সুলুন্টু পেপার মিল পর্যন্ত। ১৬০০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তায় যাতায়াত করতে গিয়ে বহু মানুষকে জখম হতে হচ্ছে। নবপল্লীর বাসিন্দা স্বপন দেবনাথ বলেন, রাস্তাটি সংস্কার করার সময়ই বোঝা গিয়েছিল এর আয়ু বেশি দিন নয়। আর ঘটলোও তাই, তিন মাসের মধ্যে রাস্তা শেষ। রাস্তা করার সময় সিডিউল দেখতে চাইলে, ঠিকাদার তা দেখাতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আপনাদের সিডিউল দেখাতে বাধ্য নই, যেখানে দেখাবার নিশ্চয়ই দেখাবো। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল বলেন, সংস্কার করার পর থেকেই রাস্তায় জল জমে থাকে। জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নেই। রাস্তা উঁচু করে তারপর রাস্তা ঢালু করতে হবে। তবে রাস্তাটি স্থায়ী হবে।

# পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে গেল কর্ণাটক পুলিশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ জুলাই :** ছিনতাই করা সোনা গায়েব করার অভিযোগে এক পরিযায়ী শ্রমিককে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে গেল কর্ণাটকের পুলিশ। ধৃত তাপস মোদকের বাড়ি পূর্বস্থলী থানার কালেখাঁতলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্যামবাটি গ্রামে। কর্ণাটকের মহীশূর থানার পুলিশ পূর্বস্থলী থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে তাপসকে। ধৃতকে কালনা আদালতে হাজির করিয়ে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করে মহীশূর থানার পুলিশ। আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মহীশূর থানার পুলিশ এদিন ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানায় গত ২ মে মহীশূর থানা এলাকায় মর্নিংওয়ার্ক করার সময় দুই মহিলার হার ছিনতাই হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে জুনেদ ও তৌসিফ নামের স্থানীয় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার হয়। তারা জানায় ওই সোনার হার বিক্রি করার জন্য তাপস মোদককে দেওয়া হয়। তারপর তাপস সেখান থেকে বেপাত্তা হয়ে যায়। অভিযুক্ত তাপস বাঙ্গালোরে ১০ বছর এবং মহীশূরে এক বছর সোনার দোকানে কাজ করেছে।

# মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের অতিরিক্ত ভবনে পরিষেবা শুরু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১ জুলাই :** মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের অতিরিক্ত ভবনে রোগী পরিষেবা শুরু হলো। দু'বার উদ্বোধনের পর ভবনটি অনেক দিন ধরে পড়ে ছিল। আজ ভবনে রোগী পরিষেবা শুরু হলো। ১০০ বেডের নতুন ভবনে রোগী পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, মেমারি-১ বিডিও শতরূপা দাস, ডিএসপি মেমারি মিজানুর রহমান, সিআই বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মেমারি থানার ও সি প্রীতম বিশ্বাস, মেমারি হাসপাতালের বিএমও ইচ ডাঃ দেবাশীষ বালা সহ অন্যান্যরা।


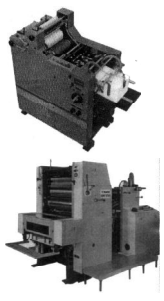
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

# সময় দিয়েও পঞ্চায়েত দপ্তরে গরহাজির কর্তৃপক্ষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১ জুলাই :** ডেপুটেশন নেওয়ার ডেট দিয়েও গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে গরহাজির থাকলেন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে। সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের নাদনঘাট অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৪ জুন নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে ১ জুলাই ডেপুটেশন নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সেই আবেদন মঞ্জুর করে স্বাক্ষর করে দেন। কিন্তু ১ জুলাই নির্দিষ্ট সময়ে ডেপুটেশন দিতে এসে কৃষক সভা ও শেখ মুজুর ইউনিয়নের নেতারা দেখেন পঞ্চায়েত বন্ধ। তারা ডেপুটেশন না দিয়েই ফিরে যান। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কামাল উদ্দিন শেখ ও প্রমোদ চ্যাটার্জী।

# মনোরঞ্জন বক্সী প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়না, ৬ জুলাই :** রায়না এলাকার প্রবীণ সিপিআই(এম) সদস্য মনোরঞ্জন বক্সী (৮৮) ৫ জুলাই রাতে দেবীবরপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৫৭ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ পান। রায়নার বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষক সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়িতে যান কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মির্জা আক্তার আলি, এরিয়া কমিটির সম্পাদক চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রায়না-খণ্ডঘোষ এলাকার বহু নেতৃবৃন্দ। রক্ত পতাকা ও ফুল ও মালায় তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। দলুইদিঘি বাজার সাধারণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মরদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর

মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রয়াত গোকুলানন্দ রায়, শক্তিপদ রায়চৌধুরী প্রমুখ শিক্ষক নেতার সংস্পর্শে এসে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন।

# শ্যামল কুমার হাজরা প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জুলাই :** ভাতাড় গ্রামের প্রবীণ সিপিআই(এম) সদস্য শ্যামল কুমার হাজরা (৭৫), ৫ জুলাই বিকাল ৫টায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি কয়েক দিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, তাঁর মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হলে। মরদেহে রক্তপাতাকা দিয়ে সম্মান জানান সিপিআই(এম) ভাতাড়-১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল হক ও প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা সুভাষ মণ্ডল। মাল্যদান করেন সিপিআই(এম) নেতা মিজানুর রহমান, ইন্দ্রজিৎ হাজরা, সাইফুল ইসলাম, সত্যনারায়ণ কর্মকারসহ বহু মানুষ। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন চিঠির পক্ষে কিশোর মাকর, আব্দুস সবুর, গণশক্তির পক্ষে পার্থপ্রতিম কোঙার ও নাগরিক কমিটির পক্ষে তমাল চ্যাটার্জী প্রমুখ শেষ শ্রদ্ধা জানান।

প্রয়াত শ্যামল কুমার হাজরার স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রয়াত

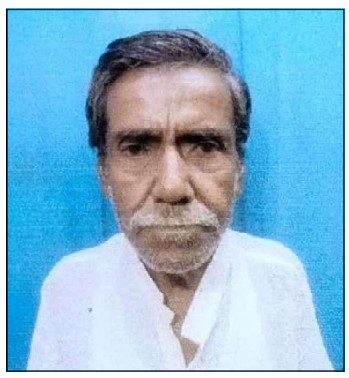

তরুন হাজরা নতুন চিঠির সাংবাদিক ছিলেন। প্রয়াত শ্যামল কুমার হাজরার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বজিৎ হাজরা নতুন চিঠির প্রাক্তন সাংবাদিক, ও বর্তমানে একটি দৈনিক সংবাদপত্রে কাজ করেন। ডাঃ দিব্যেন্দু রায় তাঁর ভাগ্নেয় হন। তাঁর গোটা পরিবারই হলো বামপন্থী পরিবার নতুন চিঠি পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানানো হয়। কাটোয়ায় তাঁর শেষকৃত্য হয়।

# কাশীনাথ বাগ্দী প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৩০ জুন :** সিপিআই(এম) গলসী-১ শাখার এজি সদস্য কাশীনাথ বাগ্দী প্রয়াত হন। তাঁর বাড়ি পুরাতন চটির শান্তিক্লাব এলাকায়। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরিয়া কমিটির সদস্য অজয় শী ও গলসী-১ শাখা সম্পাদক অমিতাভ মণ্ডল এবং কৃষক সভার পূর্ব গলসী গ্রাম কমিটির সম্পাদক সুশীল মেটে।


ড. সুকৃতি ঘোষাল প্রণীত ‘তার্কিক’ পাওয়া যাচ্ছে ‘নতুন চিঠি’ পত্রিকা দপ্তর এন.বি.এ কলকাতা ও তার বিভিন্ন শাখায়।
মূল্য : ১৫০ টাকা।

# ভাঙা রাস্তা পেরিয়ে ৫ গ্রামের হাট ও স্কুল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ জুলাই :** ভাঙা রাস্তা পেরিয়ে পাঁচ গ্রামের মানুষকে হাটে ও ছাত্রদের স্কুলে নিত্য যেতে হয়। ঘটনাটি কালনা-১ ব্লকের বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সাহাপুর গ্রামের। এই গ্রামের প্রায় এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা ভেঙে পড়েছে। এই ভাঙা রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাতে যানবাহনের চাকা যখন তখন লিক হয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাঁটার সময় হোঁচট লেগে হাত পা ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে শুধু পশ্চিম সাহাপুরের মানুষজনই যাতায়াত করেন না। যাতায়াত করেন আরো চারটি গ্রামের মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা। পার্শ্ববর্তী মেমারি থানার বিটরাতে রয়েছে উচ্চ বিদ্যালয় এবং একটি হাট। এই স্কুল ও হাটে যেতে হলে এই রাস্তা ধরেই গ্রামবাসী ও ছাত্রছাত্রীদের নিত্য যেতে হয়। ভাঙা রাস্তাটি যথাশীঘ্র সংস্কার করার দাবি পশ্চিম সাহাপুর, ঘনশ্যামপুর, পারুলিয়া, বাঘাডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের।

# ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে

*—প্রথম পাতার পর*

উদ্দিন।

৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে গলসী-২ ব্লকের আদড়া অঞ্চলে প্রচার করা হলো ও আদড়াহাটী বাসস্ট্যাণ্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেন ওমর আলি বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) গলসী-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক সাইফুল হক, সিপিআই (এম এল)-এর সেখ মুজ্জামেল, সিআইটিইউ-এর সেখ মুস্তাক হোসেন।

সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটি এবং গণসংগঠনগুলি যৌথ উদ্যোগে মহামিছিল হয়। কালনা শহরের চকবাজারের কালনা শহর পরিক্রমার পর চকবাজারে মিছিল শেষ হয়। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে কিষান মোর্চা সহ কৃষক, খেতমজুর, ছাত্র, যুব, মহিলাদের প্রায় সমস্ত গণসংগঠনগুলি। রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে কালনা শহরে এই মহামিছিল হল সেই প্রচারের একটি অঙ্গ।

৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থন জানিয়েছে কিষান মোর্চা সহ কৃষক, খেতমজুর, ছাত্র, যুব, মহিলাদের প্রায় সমস্ত গণ সংগঠনগুলি। প্রচারের অঙ্গ হিসেবে পূর্বস্থলী জুড়ে চলে সারাদিন ধরে চলে গাড়ি প্রচার। বিভিন্ন এলাকায় পথসভা করা হয়। পথসভাগুলিতে ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, বিন কাসিম শেখ, সুমন্ত মুণ্ডারী, হারাধন নায়েক, নির্মল দে প্রমুখ।

সিআইটিইউ মেমারি-১ পশ্চিম সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে বিকালে পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ডে রেলওয়ে বুকিং অফিসের পাশে বৃষ্টির মধ্যেই পথসভা অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তব্যরাখেন পিন্টু ভট্টাচার্য, মৃন্ময় ভৌমিক, কালু রায়, সিআইটিইউ বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য সনৎ ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন।

গলসী-২ ব্লকের সাঁকো অঞ্চলে টোটো প্রচার করা হলো এবং কুলগড়িয়া চটিতে পথসভা হলো পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই (এমএল)-এর পক্ষে মোজাম্মেল শাহ, সিপিআই এর পক্ষে রামচন্দ্র ঠাকুর ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতা মোস্তাক হোসেন। সভাপতিত্ব করেন কৃষক আন্দোলনের নেতা কামালউদ্দিন মির্জা।


**গ্রাহকদের প্রতি**

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

*-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।


# মন্ত্রী হেনস্থা ও তার গাড়ি ভাঙচুর

*—প্রথম পাতার পর*

মহিউদ্দিন বড়া, শেখ আজহারউদ্দিন, দিগনগরের বাসিন্দা সাদ্দাম মণ্ডল, কুসুমগ্রামের বাসিন্দা বংশী বয়রা, মণ্ডল পাড়ার বাসিন্দা সাহেব শেখ। এদের মধ্যে মহিরুদ্দিন বড়া ও শেখ আজহারউদ্দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তাঁর বিধানসভা এলাকা মন্তেশ্বরে গিয়ে দলীয় কর্মীদের হাতে ব্যাপক হেনস্থার শিকার হন। তাঁকে ঝাঁটা কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক ধ্বনি দেওয়া হয়। এমনকি তাঁর গাড়িটি ভাঙচুর করা হয়। মন্ত্রীও স্বয়ং আঘাতপ্রাপ্ত হন। এই ঘটনায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে দায়ী করেন মন্ত্রী। এমনকি তিনি পুলিশের বিরুদ্ধেও অইভযোগ করেন।

# চিকিৎসক দিবস পালিত

*—প্রথম পাতার পর*

প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। ডাঃ জয়ন্ত সিংহ তাঁর বক্তব্যে সেবা সমিতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রয়াত হরমোহন সিংহের সমগ্র কাটোয়া মহকুমা এলাকায় উন্নয়নে ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে ১৯ জন চিকিৎসক-কে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ডাঃ গৌতম সাহা ও ডাঃ কমলেশ দাস অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও অদিতি বসু সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সংস্থার সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক ডাঃ জয়ন্ত সিংহের হাতে স্মারক উপহার ও আনন্দ নিকেতন সংস্থার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে ১০ হাজার টাকার চেক্ তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অশোক মজুমদার সেবা সমিতির সম্পাদকের হাতে ৪০ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন সেবা সমিতির উন্নয়নে।

# শহিদ দিবস পালন

*—প্রথম পাতার পর*

বাহিনীর হাতে। এই ঘটনার আগে ও পরে খুন হন কালনা ও পূর্বস্থলীর আরো ৫১ জন সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মী। প্রতি বছর এই শহিদদের স্মরণে ২ জুলাইকে শহিদ দিবস হিসাবে পালন করে আসছে কালনার মানুষ। সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখে কালনা স্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন বর্ষীয়ান নেতা অরিন্দম কোঙার। সভা পরিচালনা করেন স্বপন ব্যানার্জী। কালনা স্টেশনে স্মরণসভা শেষে মিছিল শুরু হয়। সারা কালনা শহর পরিক্রমার পর চক বাজারে গিয়ে শহিদ মহাদেব ব্যানার্জীর আবক্ষ মূর্তির নীচে শেষ হয়। মিছিল করে আসার সময় রাস্তার পাশে অবস্থিত বিভিন্ন শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়। কালনার চকবাজারে অবস্থিত শহিদ মহাদেব ব্যানার্জীর মূর্তিতে মালদান করা হয়। তাপস চ্যাটার্জীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এদিনকার কর্মসূচি শেষ হয়।

# দামোদর উপত্যকার মানুষের

*—প্রথম পাতার পর*

রাজ্যের বিভিন্ন রেল প্রকল্পের দাবিগুলিকেও প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে ১৯৯৬ সালের ১১ মার্চ বন্ধ হয়ে যাওয়া ম্যাকলয়েড কোম্পানির তৈরি করা ন্যারো গেজ লাইনের বিডিআর রেলপথকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারত সরকারকে বাধ্য করানো। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৮ সাল থেকে বর্ডগজের কাজ শুরু হয়।

ব্রডগেজে রূপান্তরের পর ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ ওই রেলপথে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। উদ্বোধন তথা চালু হবার পর ২০০৮ সালে এই রেলপথ প্রথমে সেহারা পরবর্তীতে রায়নগর (রায়না) পর্যন্ত ডি. এম. ইউ কোচ চালু হয়।

পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত হয় মশাগ্রাম পর্যন্ত, আর ওনার দিয়ে রাখা প্রস্তাবকেই কার্যকরী করে বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম পর্যন্ত ওই ১১৫ কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ২০২১ সালে। উনি হয়ে উঠেছিলেন রেল সংক্রান্ত ব্যাপারে এক জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া—তাই যুক্তফ্রন্ট, ইউপিএ ও এনডিএ সরকারের রেলেমন্ত্রীদের পাশাপাশি রেলের বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও ওনার কাছে প্রায়শই চলে আসতেন পরামর্শ গ্রহণে। ওনার প্রচেষ্টাতে অনেক কাজ শুরু হলেও তা থমকে গেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তথা রেল কর্তৃপক্ষের অনীহা ও ঔদাসীন্যে। ২০১৪ সালের পর যখন উনি সাংসদ ছিলেন না তখনও রেল বোর্ড থেকে বিভিন্ন রেলের সদর দফতরে ছুটে গেছেন বকেয়া রেল প্রকল্পগুলিকে রূপায়নের তাগিদ নিয়ে। এমনকি প্রয়াত হওয়ার অল্প কিছুদিন আগেও আদ্রার ডিভিশন্যাল রেলওয়ে ম্যানেজারের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনার পর জানিয়ে গেছেন দ্রুত শুরু হবে বাঁকুড়া-মশাগ্রাম লাইনের সাথে মশাগ্রামে বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনের সংযোগের কাজ, আর বাধা থাকবে না পুরুলিয়া, বাঁকুড়া হয়ে হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম ট্রেন চালু হবে। গত ২৮ জুন, ২০২৫ পুরুলিয়া থেকে মশাগ্রাম হয়ে যে মেম্যু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল শুরু হলো তার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন এই সাংসদ। স্থানীয় কিছু বশংবদ মিডিয়া এই মানুষটিকে ভুলিয়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে মানুষকে নিয়ে যেতে চাইছে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো দক্ষিণ দামোদরের মানুষেরও হাওড়া পর্যন্ত চালু হওয়া এই রেলপথ নিয়ে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস আছে। একই সাথে আরো রেল বাড়ানোর দাবিও আছে। এলাকার বহু যুবক কোলকাতায় ছোট খাটো কাজ করে তারা সকলেই শনিবার বাড়ি ফেরেন, শনিবার ট্রেন বন্ধ থাকায় তারা কিছুটা নিরাশ হয়েছেন। এই রেল পথে আরো ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি রেলপথ সম্প্রসারণের বিষয়ে বামপন্থীরা এখনও আন্দোলনে আছেন।

## জ্যোতি বসু সমাজচর্চা কেন্দ্র ও গণশক্তিকে অর্থদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুলাই :** কালনার ধাত্রীগ্রামের অসীম চক্রবর্তী জ্যোতি বসু সমাজচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রকে এবং গণশক্তিকে ১৫ হাজার টাকা করে অর্থ দান করেন। কালনার শহিদ দিবস মঞ্চ থেকে তিনি জ্যোতি বসু সমাজ চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের ১৫ হাজার টাকা তুলে দেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ষিয়ান পার্টি নেতা অরিন্দম কোঙারের হাতে এবং গণশক্তি পত্রিকার ১৫ হাজার টাকা তুলে দেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য শুকুল শিকদারের হাতে। এই সময় উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত কোঙার, বীরেন ঘোষ, তাপস চ্যাটার্জী, স্বপন ব্যানার্জী, অঞ্জু কর প্রমুখ।

## আদালতে যাওয়ার রাস্তা বেহাল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ জুলাই :** কালনা মহাকুমা শাসক দপ্তর তথা আদালতে প্রবেশের রাস্তা চরম বেহাল। ফলে যানবাহন চলাচল করার সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এসটিকেকে সড়কের লিচুতলা থেকে দেড় কিলোমিটারের একটি রাস্তা কালনা আদালত চত্বরে পৌঁছেছে। এই রাস্তা ধরেই কালনা-১, পূর্বস্থলী-১ এবং মন্তেশ্বর ব্লকের মানুষ আদালত এবং কালনা মহাকুমার শাসক দপ্তরের কাজে আসেন। গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নজর নেই প্রশাসনের। রাস্তার পাশের নিকাশি নালা মজে যাওয়ায় বৃষ্টির জল ঠিকমত নিকাশি হচ্ছে না। পাকা রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে উঠেছে। এলাকাবাসী এই রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছে।

## নদীভাঙন প্রতিরোধে পরিকল্পনা নিতে হবে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২ জুলাই :** নদী ভাঙন প্রতিরোধে পরিকল্পনা নেওয়ার দাবি তুলে নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিল সারা ভারত কৃষকসভা। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর বিচ্ছিন্ন গ্রাম। এই পঞ্চায়েতের অন্যান্য গ্রামগুলি ভাগীরথী নদী পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত হলেও উল্লেখিত গ্রাম দুটি নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত। তাই নদী ভাঙন প্রতিরোধ করার তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। ফলে প্রতি বছর গ্রাম দুটির কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নদী ভাঙন প্রতিরোধ করে গ্রাম দুটিকে ভাঙন থেকে বাঁচাতে দাবি করলো সারা ভারত কৃষক সভা। এই সংগঠনের নেতা কর্মীরা মিছিল করে নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে আসেন। ভাঙন পরিকল্পনা ছাড়াও তারা আরো কিছু দাবি তোলেন। দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা শাহাদুল খান, শাখাওত হোসেন প্রমুখ। একটি প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে প্রধানের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।

### ভ্রম সংশোধন

২৩ মে শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরীর স্মরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা সবিতা চ্যাটার্জী ৩০ হাজার দান করেছিলেন। নতুন চিঠি-র ২৬ মে সংখ্যায় তা ভুলবশত ১৫ হাজার টাকা মুদ্রিত হয়েছিল। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

# বাহান্নবর্তী

**রত্না রশীদ**

সংসারটা অধিকার ফলিয়ে 'লড়কে লেঙ্গে মমস্থান'-এর যুদ্ধক্ষেত্র নয়। মহাজ্ঞানী মহাজনেরা দর্শনগত ভাবে এই বাক্যি চিরটিকাল বলে থাকেন। তবে কিনা লড়াই বিভিন্ন রকমের হয়। আমরা দুয়ো দিই কেবল অস্ত্রের ঝনঝনানি আর রক্তের বন্যাকে। একেবারে জান্তব স্তরের লড়াইকে আমরা ছি-ছি করি। বাদবাকি চুপচাপ স্বার্থে ছাপ—ঠিকই আছে। ঠিক এখানটাতেই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়ে যাবার চির-বন্দোবস্ত আছে। নজরে পড়বে না, কিন্তু তলে তলে সব খাঁক কর দেবে। খানিক উঁইপোকার মতো মনুষ্য আগ্রাসন পদ্ধতি। ওপরে কিচ্ছুই নেই, ভেতরে পাহাড়ের মতো বিশাল কীটের কলোনি, মানুষের চেয়েও সেরা এঞ্জিনীয়ার।

হ্যাঁ, অধুনা মনুষ্য সভ্যতা, বিশেষে এই পশ্চিমবঙ্গে, কীটস্য কীট-এর মহানির্মাণ। ভেতরে ভেতরে নির্মিত হয়ে চলেছে আন্ডারওয়ার্ল্ড কীর্তিমানগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতির অপরূপ শেষ শয্যার আসর। পরিবেশের কথাটা ভুলে মেরে দিয়েছি। অন্তর ও বাহির পরিবেশের উভয়ত? কুঠারাঘাত সইবার খুন খারাপি উল্লেখ করাটা জরুরি ছিল। বস্তুতঃ সর্বগ্রাসী কেলোকীর্তির কোনটার উল্লেখ জরুরি আর কোনটার নয়, আমার খেই হারিয়ে যায় ইদানীং। সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার আবহে ভূমিষ্ঠ হয়ে ও লালিত পালিত হয়ে চিরটি কাল মনের গোপন মনিকোঠায় চাবিবন্ধ করে রেখেছি এক এবং একটাই আকাঙ্ক্ষা—একদিন আমার সমাজের সবাই সমান শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান সুপরিবেশে বসবাস করার সুযোগ পাবে। একটা ব-ড়ো পরিবারের মতো সবাই সমান আনন্দে বাঁচবো। বোধহয় আমার এই চাহিদার মধ্যে সততার অভাব ছিল। তাই ইচ্ছাবৃক্ষ ফল ফলিয়েছে এইরকম :

১) শিক্ষা—গুণ্ডা পরিচালিত
২) স্বাস্থ্য—ডাকাতগণের কব্জায়
৩) বাসস্থান—মাস্তান করতলে
৪) খাদ্য—সমাজ বহির্ভূত জনের কব্জায়।
৫) ব্যবসা বাণিজ্য— অশিক্ষিত মন্ত্রী নিয়ন্ত্রিত।
৬) সমাজকল্যাণ—দাগী মার্কামারা সমাজবিরোধী নিয়ন্ত্রিত।
৭) ভাষা—অশিক্ষিতদের দখলে।

বাঙালি এককালে খুব দিলখোলা অতিথিপরায়ণ ছিল। সংসারের বৃহৎ ছাতার তলায় প্রিয়জন এসোজন বসোছেন নিশ্চিন্তে বসবাস করতো। বাঙালি ভাবলো, দিন বুঝি বা এমনই যাবে। এসো কুটুম যেওনি, মুখ ব্যাজার করোনি। তো, সারা ভারতের কুটুম মেহমান বাঙালি আদর আবদারে বাহান্নবর্তী হয়ে সেই যে গেড়ে বসলো, এতো আপন এতো আপন গৃহস্বামীকে আদর করে খামচায়, —ভাগ্ ডরপুক বাংলাদেশী কাঁহিকা।

(চলবে)

R.O. Number 226(8)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 04.07.2025


Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-